জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যপুস্তক ভবন

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

২০-১২-২০০০ তারিখে সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বোর্ডের বক্তব্য

প্রকাশনা, মুদ্রণ, বিপণন সমন্বয় কমিটির সংবাদ সম্মেলনে সমিতিগুলোর সমন্বয় কমিটির কর্মকর্তাদের "এনসিটিবি'র দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের কারণে ছাত্রছাত্রীরা যথাসময়ে পাঠ্যবই পাবে না" শিরোনামে ২০-১২-২০০০ তারিখে বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত বক্তব্যের প্রতি বোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বাস্তব অবস্থা সংশ্লিষ্ট সকলের জানা প্রয়োজন বলে নিম্নে বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হলঃ

২০০১ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণের জন্য ২৭৬টি রেসপনসিভ দরপত্র পাওয়া যায়। ২৭৬টি দরপত্রের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান-যুক্তিসঙ্গত সর্বনিম্ন দর যথা : মুদ্রণ প্রতি হাজার ৫৪/- (চুয়ান্ন) টাকা; বাঁধাই ৫২/- টাকা উদ্ধৃত করে। অন্যদিকে অবশিষ্ট ২৭৫টি প্রতিষ্ঠান জোটবদ্ধভাবে অনেক বেশি দর যথা মুদ্রণ প্রতি ফর্মা প্রতি হাজার টাকা ৯৯/- (নিরানব্বই) টাকা এবং বাঁধাই প্রতি হাজার ফর্মা টাকা ৭৮/- (আটাত্তর) টাকা উদ্ধৃত করে। বোর্ড টেন্ডারের নিয়ম মোতাবেক সর্বনিম্ন দর গ্রহণপূর্বক উক্ত ২৭৫টি প্রতিষ্ঠানের নিকট সর্বনিম্ন দরে কাজ করতে সম্মত আছে কিনা তা জানানোর জন্য পত্র দেয়। জোটবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি প্রতিষ্ঠানও সর্বনিম্ন দরে কাজ করার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন না করে তাঁরা দরটি work-able নয় বলে উল্লেখ করে। তখন বোর্ডের নিকট বিকল্প কোন পন্থা না থাকায় এবং সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স পুস্তকা সমস্ত কাজ করার লিখিত আগ্রহ প্রকাশ করায়, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে মাধ্যমিক স্তরের সমস্ত পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাত করার কার্যাদেশ দেয়া হয়। বোর্ড আশা করে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক বাজারে পাওয়া যাবে।

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও পরিবহনের জন্য আহূত প্রথম দরপত্র বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ৭৪১টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। ১টি প্রতিষ্ঠান যুক্তিসঙ্গত সর্বনিম্ন দর যথা : মুদ্রণ প্রতি হাজার প্রতি রং প্রতি ফর্মা-৫৪/- টাকা, কভার মুদ্রণ প্রতি রং প্রতি হাজার (২২"x৩২") ৩৫৫/- টাকা, বাঁধাই : প্রতি হাজার প্রতি ফর্মা=৫২/- টাকা, পরিবহন দর : প্রতি হাজার প্রতি ফর্মা ঢাকা বিভাগ-২০/- টাকা, অন্যান্য বিভাগ ২৫/- টাকা উদ্ধৃত করে। অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো জোটবদ্ধভাবে গত বছরের চেয়ে অনেক বেশি দর যথা : মুদ্রণ ৭৭/- টাকা, কভার মুদ্রণ ৩৮০/- টাকা, বাঁধাই-৫৯/- টাকা, পরিবহন: ঢাকা বিভাগ ৩৫/- টাকা, বরিশাল বিভাগ ৪৯/- টাকা এবং অন্যান্য বিভাগ ৩৯/- টাকা উদ্ধৃত করে। সর্বনিম্ন দরদাতার যোগ্যতা না থাকায় এবং জোটবদ্ধ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দর অত্যধিক হওয়ায় বোর্ড সম্পূর্ণ দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিলপূর্বক অংশগ্রহণকারীদের পরিধি সম্প্রসারণ করে নতুনভাবে টেন্ডার আহ্বান করা হলে মাত্র ৭টি প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশগ্রহণ করে এবং ৬টি দরপত্র রেসপনসিভ পাওয়া যায়। এবারে জোটবদ্ধ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো দরপত্রে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এবারে সর্বনিম্ন দর : মুদ্রণ ৪৭/- টাকা, বাঁধাই ৪৬/- টাকা, কভার মুদ্রণ ৩৬০/- টাকা, পরিবহন : ঢাকা বিভাগ-২৫/- টাকা, বরিশাল বিভাগ-৪০/- টাকা এবং অন্যান্য বিভাগ-৩০/- টাকা পাওয়া যায়। প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরে কাজ করার জন্য অবশিষ্ট রেসপনসিভ ৫টি প্রতিষ্ঠানের নিকট লিখিত সম্মতি চাওয়া হয়। একটি প্রতিষ্ঠান বাদে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান সম্মতি জ্ঞাপন না করায় এবং অন্য কোন বিকল্প পন্থা না থাকায় বোর্ড বাধ্য হয়ে উক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও পরিবহনের কার্যাদেশ প্রদান করে। অবশিষ্ট কাজ সর্বনিম্ন দরে করতে সম্মতি আহ্বান করে খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলে ১০৮টি প্রতিষ্ঠান কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের সময়মত পুস্তক সরবরাহের স্বার্থে কাজ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। ১০৮টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১০৫টি প্রতিষ্ঠান যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় অবশিষ্ট ১.৫৫ কোটি পুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও পরিবহনের জন্য তাদেরকে কার্যাদেশ দেয়া হয়। ইতোমধ্যে তাদের নামে বরাদ্দকৃত পুস্তকের ৯০% পুস্তক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে সরবরাহসম্পন্ন হয়েছে। সামান্য যা বাকি আছে তা দুয়েক দিনের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে পৌছে যাবে বলে আশা করা যায়।

১০৫টি প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত পুস্তক মুদ্রণ সম্পন্ন হওয়ায় তাদেরকে পুনরায় ১.৪৫ কোটি পুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও পরিবহনের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান কাগজ সরবরাহ নিয়ে মুদ্রণ কাজ শুরু করেছে। বোর্ড আশা করছে এই পুস্তকগুলো জানুয়ারি '২০০১ মাসের মধ্যেই জেলায় জেলায় পৌছে যাবে।

সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান এবং তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ, বাঁধাই ও পরিবহনের কাজ চলছে। তাছাড়া বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে ১.৭৫ কোটি পুস্তক মওজুদ আছে। অন্যদিকে প্রায় ২.৫০ কোটি পুস্তক পুনঃব্যবহার (যা ভাল অবস্থায় পূর্ববর্তী বছরের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে এবং পুনরায় ব্যবহারযোগ্য) করা হবে। সুতরাং সব মিলিয়ে জানুয়ারি মাসে ছাত্রছাত্রীদের নিকট বিতরণের জন্য প্রায় ৮ কোটি পুস্তাক মওজুদ থাকবে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পুস্তক পেতে কোন সমস্যা হবে না বলে বোর্ড আশা করে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কথিত সমিতিগুলোর জোটবদ্ধতার কারণেই গত কয়েক বছর সরকার বিশ্বব্যাংকের একটি বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ বছর একটি স্বার্থান্বেষীমহল পাঠ্যপুস্তকের আগাম সংকটের কথা প্রচার করে দেশবাসীকে অহেতুক শঙ্কাগ্রস্ত করে তুলছে।

আরো উল্লেখ্য যে, জোটবদ্ধ সমিতির কাছে নতি স্বীকার করে তাদের উদ্ধৃত দরে কাজ করানো হলে প্রাথমিক স্তরে সরকারের প্রায় ৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত খরচ হত যা বর্তমান খরচের প্রায় ৫০% এবং মাধ্যমিক স্তরের পুস্তকের জন্য অভিভাবকদের উপর প্রায় ২৫ কোটি টাকার বাড়তি বোঝা চাপতো যা বর্তমান খরচের প্রায় ৩৩% যা কোন বিবেকবান মানুষের কাছে কাম্য হতে পারে না।

বোর্ড পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক দেশের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সমস্ত প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে বোর্ডের কোন কর্মকর্তার অবৈধ স্বার্থ হাসিলের প্রশ্নই উঠে না।

সদস্য (পাঠ্যপুস্তক)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

ভিজি-০১/২০০১ (১০"x৩)